সমকাল

তারিখ 09 DEC 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নোয়াখালীতে ফরম পূরণে অতিরিক্ত টাকা আদায়ের অভিযোগ

■ আনোয়ারুল হায়দার, *নোয়াখালী (উত্তর)*

নোয়াখালী জেলার নয়টি উপজেলায় বিভিন্ন স্কুল ও মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষার ফরম পূরণে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বোর্ড নির্ধারিত ফি'র ৩ থেকে ৪ গুণ অর্থ আদায়ের অভিযোগ উঠেছে। এ ব্যাপারে কার্যকর কোনো প্রদক্ষেপ গ্রহণ না করায় প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের পরীক্ষার ফরম পূরণ করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন।

এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষা

অনুসন্ধানে জানা যায়, নোয়াখালীর চাটখিল, সোনাইমুড়ী, সেনবাগ, বেগমগঞ্জ, কোম্পানীগঞ্জ, কবিরহাট, সদর, সুবর্ণচর ও হাতিয়া উপজেলায় ৩১২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ১৭৪টি দাখিল মাদ্রাসা রয়েছে। ২০১৮ সালে ফরম পূরণে বোর্ড নির্ধারিত ফি বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য ১ হাজার ৫৫০ টাকা, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষার জন্য ১ হাজার ৪৫০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে জেলা শহরের কয়েকটি সরকারি স্কুল ছাড়া বিভিন্ন উপজেলার সরকারি ও বেসরকারি স্কুল নির্ধারিত বোর্ড ফি'র ৩-৪ গুণ অর্থ আদায় করছে। চৌমুহনী মদনমোহন উচ্চ বিদ্যালয়ে ৬ হাজার টাকা, সোনাইমুড়ীর জুনুদপুর পল্লী মঙ্গল উচ্চ বিদ্যালয়ে ৩ হাজার ৭শ' থেকে ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। চাটখিলের ভীমপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে ৩ হাজার ৮শ' থেকে সাড়ে ৪ হাজার, নারায়ণপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে ৫ থেকে ৭ হাজার, চাটখিল পিজি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ৩ 'হাজার ৫শ', দশঘরিয়া পরকোট ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ে ৩ হাজার একশ' থেকে ৩ হাজার ৫শ', সোনাইমুড়ী মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ে ৩ হাজার ৩শ' থেকে সাড়ে ৩ হাজার, সোনাইমুড়ী বালিকা বিদ্যালয়ে ৩ হাজার ৫শ' থেকে ৪ হাজার, হাতিয়ার তমর উদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ে ৪ হাজার ৫শ', এসএম উচ্চ বিদ্যালয়ে ৩ হাজার ৬শ' থেকে সাড়ে ৪ হাজার, জাহাজমারা উচ্চ বিদ্যালয়, এসটি উচ্চ বিদ্যালয়, আফাজিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে সাড়ে ৩ থেকে ৪ হাজার টাকা, সদর উপজেলার বিনোদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে সাড়ে ৩ হাজার, সেনবাগ রামেন্দ্র মডেল বিদ্যালয়ে সাড়ে ৩ হাজার, শের-এ-বাংলা উচ্চ বিদ্যালয়ে ৩ হাজার ৭শ' থেকে ৪ হাজার, সেনবাগ পাইলট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ৩ হাজার, কোম্পানীগঞ্জের মানিকপুর উচ্চ বিদ্যালয়, চৌধুরীর হাট ও হাজারীর হাট উচ্চ বিদ্যালয়ে ৩ হাজার ৪শ', বসুরহাট সরকারি এএইচসি উচ্চ বিদ্যালয়ে ২ হাজার ৮শ' থেকে ৩ হাজার টাকা, নোয়াখালীর সদর উপজেলার আল মদিনা একাডেমিতে ৩ হাজার থেকে সাড়ে ৪ হাজার, বেগমগঞ্জ উপজেলার ছয়ানী উচ্চ বিদ্যালয়ে, রাজগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়, কৃষ্ণরামপুর উচ্চ বিদ্যালয়, একলাসপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রতি শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ৪-৬ হাজার টাকা হারে আদায় করা হয়েছে।

এদিকে একই কায়দায় জেলার ১৭৪টি মাদ্রাসায় দাখিল পরীক্ষার ফরম পূরণে ৩ থেকে ৫ হাজার টাকা আদায়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে। পরীক্ষার্থী, অভিভাবক ও এলাকাবাসীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বিদ্যালয়ে ও মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে যে অতিরিক্ত টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে তার একটি বড় অংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা পরিষদ ও শিক্ষকরা ভাগবাটোয়ারা করে নেন।

নোয়াখালীর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব ও শিক্ষা) আবদুর রউফ মণ্ডল বলেন, অতিরিক্ত ফি আদায়কারী কোনো প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া গেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মো. আবদুল খালেক বলেন, ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠেয় এসএসসি পরীক্ষায় ফরম পূরণে কেন্দ্র ফিসহ সর্বোচ্চ ১ হাজার ৫৫০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। কোনো বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে বোর্ড নির্ধারিত ফির অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের প্রমাণ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও পরিচালনা পরিষদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।